ফেসবুকের ভেতর বাহির

"ফেসবুক কেবল সামাজিক যোগাযোগের কেন্দ্রই নয়, পণ্য উৎপাদক ও বিপণনকারীদের জন্য এক সোনার খনিও"

মুহিত নোমান/muhitnoman71@gmail.com

বর্তমানে ইন্টারনেটে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং তথা সামাজিক যোগাযোগের চাইতে 'হট টপিক' আর আছে বলে মনে হয় না। এতে অবাক হবার কিছু নেই। মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং স্বভাবগতভাবেই তারা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগে আগ্রহী। সমস্ত পরিসংখ্যান বলছে, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেটে এ মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাইট হচ্ছে ফেসবুক। ২০০৪-এর বসন্তকালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (তখনও নেহাত পুঁচকে এক ছোকরা) মার্ক জুকারবার্গ প্রতিষ্ঠা করেন ফেসবুক, যদিও তখন এর নাম ছিল 'দি ফেসবুক'। সময়ের পরিক্রমায় মাত্র বছর ছয়েকের মধ্যে আজ ফেসবুকের সদস্য সংখ্যা ৪০ কোটি। সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মাইস্পেস-এর সদস্য সংখ্যা ফেসবুকের অর্ধেকেরও কম। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে ফেসবুক অবিশ্বাস্য রকমের জনপ্রিয়। কিন্তু কারা এসব মানুষ, যারা ভীড় জমাচ্ছেন ফেসবুকে? যে কেউই হতে পারেন ফেসবুকের সদস্য, যদিও টিন এজার থেকে শুরু করে চলি-শ পর্যন্ত বয়েসীরাই বেশি আগ্রহী ফেসবুকের ব্যাপারে। মুখচোরা বা প্রাণোচ্ছল, পুরুষ কিম্বা নারী, বুড়ো কিবা শিশু, ধনী কিবা গরীব, আপনি সমাজের যে শ্রেণী বা পর্যায় থেকেই আসুন না কেন, ফেসবুকে একাউন্ট খুলে চেনা অচেনা মানুষের সঙ্গে বাব বিনিময় শুরু করতে বাধা নেই। আকর্ষণটা এখানেই।

সামজিক যোগযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার অন্য যে কোনো ফর্ম-এর মত ফেসবুকেও ভদ্রতা সৌজন্যের কিছু অলিখিত নিয়ম কানুন আছে। এসব নিয়ম কানুন ভঙ্গ করতে থাকলে ফেসবুকের রাজ্যে আপনার বন্ধুহীন বা একঘরে হতে বেশি সময় লাগবে না। অলিখিত যে নিয়মটি ভঙ্গ করলে আপনাকে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হবে সেটি হল কোনো বন্ধুর 'ওয়াল'-এ ব্যক্তিগত কোনো কিছু লেখা। ফেসবুকে যোগাযোগের একাধিক পন্থা আছে, এর মধ্যে ওয়ালই সবচেয়ে বেশি অপব্যবহারের শিকার হয়।

আপনি যখন কারো 'ওয়াল'-এ কিছু পোস্ট করেন সেটা সবাই দেখতে পায়। সেই পোস্ট যদি অতিরিক্ত ব্যক্তিগত কিছু হয় তাহলে তার ওয়ালে পোস্ট না করে তার কাছে মেসেজ (ফেসবুকের ইমেইল ভারসন) পাঠানোই শ্রেয়তর। ওয়ালে অপ্রীতিকর জিনিস লিখে ফেলার ভুলটি ফেসবুক সদস্যরা এত বেশি বেশি করেন যে ইন্টারনেটে এমন অনেক ওয়েব সাইটেরই জন্ম হয়ে গেছে যেগুলো সাজানো হয়েছে বিব্রতকর এসব পোস্ট দিয়ে। বিব্রতকর পোস্ট কী হতে পারে জানতে হলে www.myparentsjoinedfacebook.com লিংকটা দেখতে পারেন।

ফেসবুকের ইউজাররা আর যে একটা ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকেন তা হল স্ট্যাটাস আপডেট, নোটিফিকেশন এবং গেম সম্পর্কিত কনটেন্ট সমানে যোগ করে যাওয়া, যেটি ওয়ালকে ঢাকা মহানগরীর দেয়ালগুলোর মতই একেবারে ভরপুর করে ফেলেছে। ফেসবুকের উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আপনার নিজের সম্পর্কিত নানা হালনাগাদ খবরাখবর সব বন্ধুকে জানাতে

পারেন ইচ্ছে করলেই। কিন্তু এর সমস্যা হচ্ছে, যার কোনো সংবাদমূল্য বা তাৎপর্য নেই সেরকম খবর জানিয়েও আপনি মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি' বা 'আমি নতুন চাকরিতে যোগদান করেছি' - এগুলো অবশ্যই মানুষকে জানানোর মত খবর, কিন্তু 'আমার একটা মোজা হারিয়ে গেছে' - এটা কোনো খবর না! কেবল একজন মানুষ যদি এ ধরনের পোস্ট নিয়মিত করত তাহলে বিরক্তির কিছু ছিল না, কিন্তু মনে রাখতে হবে গড়ে একজন ফেসবুক সদস্যের ১৩০ জনের মত বন্ধ আছে। প্রতি ঘণ্টায় এদের অর্ধেকও যদি তাদের স্ট্যাটাস আপডেট করে তাহলে প্রতি দিন আপনার 'ফিড'-এ ১৫৬০টি আপডেট জমা হবে। এর ফলে যেটা হবে, আজেবাজে আপডেটের ভীড়ে প্রয়োজনীয় আপডেটগুলো আপনার নজর এড়িয়ে যাবে। কাজেই যদি বন্ধুদের বিরক্ত করতে না চান এবং চান যে আপনার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো মানুষ জানুক তাহলে অপ্রয়োজনে আপডেট না করাই ভাল হবে। এবার 'ট্যাগিং' সম্বন্ধেও সতর্কবাণী শোনাতে হয় একটু। ফেসবুক ব্যবহারকারীরা ছবির সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ট্যাগ করে দিতে পারে, ফলে সেই ব্যক্তির ওয়াল-এ ঐ ছবিটি প্রদর্শিত হবে। এখন ঐ ছবিটি যদি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রীতিকর না হয় তাহলে সমস্যা সৃষ্টি হবে। কাজেই অন্য কারো ছবি যদি পোস্ট করতেই হয় তাহলে আগে নিজেকে একটা প্রশ্নই জিজ্ঞেস করুন: ছবিটা তার জন্য বিব্রতকর হবেনা তো? উত্তর যদি 'না' হয় তাহলেই পোস্ট করা উচিত। আরো ভাল হয়, যার ছবি ট্যাগ করবেন তাকে আগে ছবিটা ইমেইলে পাঠিয়ে তার মনোভাব জেনে নেয়া।

কেবল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করাই নয়, ইদানীং গেম খেলার প-াটফর্ম হিসেবেও ফেসবুক বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ফেসবুক ইউজাররা গেম খেলতে পছন্দ করেন। বর্তমানে ফেসবুকে ৫০০-র বেশি গেম আছে, প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে আরো নতুন নতুন গেম। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গেম হচ্ছে 'ফার্মভিল' এবং 'ক্যাফেওয়ার্ল্ড'। প্রায় সাড়ে ৮ কোটির মত ফেসবুক ইউজার ফার্মভিলের নিয়মিত খেলোয়াড়, অন্যদিকে ক্যাফেওয়ার্ল্ড খেলে ৩ কোটির মত ইউজার। এসব গেম ব্রাউজারভিত্তিক, অর্থাৎ এগুলো খেলার জন্য কাউকে কম্পিউটারে কোনো সফটঅয়্যার ডাউনলোড বা ইনস্টল করতে হয় না। এছাড়া, বেশির ভাগ গেমই ফোন এবং হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসে খেলা যায়, এছাড়া কাজের ফাঁকে ফাঁকে অলস সময় কাটনোর জন্য সামান্য সময় ব্যয় করে খেলা যায় এমন গেমও আছে। সব মিলিয়ে এসব কারণে ফেসবুক এখন গেমিং-এর অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সামজিক ফেনোমেনন ফেসবুক এখন সাধারণ মানুষ, সমাজতাত্ত্বিক এবং মার্কেটিয়ারদের জন্য সোনার খনির মত। আপনি যেই হোন না কেন, অনলাইনে যাই করুন না কেন, আপনার কাজ এবং রুচি-পছন্দের সঙ্গে মিল আছে এমন এক বা একাধিক ফেসবুক অ্যাপি-কেশন আপনার খুঁজে পাওয়ার কথা। সবশেষ কথা। সামাজিক যোগাযোগকে কে কীভাবে ব্যবহার করছে সেটা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা যায়, তাই না? এ ব্যাপারে আরো জানার জন্য ভিজিট করতে পারেন www.allfacebook.com এবং www.insidefacebook.com-র মত সাইট। ■